সংশোধিত খসড়া

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশল

NATIONAL STRATEGY ON THE MANAGEMENT OF DISASTER AND CLIMATE INDUCED INTERNAL DISPLACEMENT (NSMDCIID)

সেপ্টেম্বর ২০১৯

সংক্ষিপ্ত আকারে ভাবানুবাদ (খসড়া)
কোস্ট ট্রাস্ট

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় নীতিমালাটির (সংশোধিত খসড়া) বেশ কিছু শব্দের সঠিক অর্থ ও পরিভাষা নিরূপণ করা কিছুটা জটিল। তথাপি নীতিমালাটি সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের বোধগম্য করার সুবিধার্থে সংক্ষিপ্ত আকারে ভাবানুবাদ করা হয়েছে।

১. পটভূমি

সাম্প্রতিক সময়ে "জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি" এবং "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি" এই ধারণাগুলো ব্যাপকভাবে আলোচনায় ব্যবহৃত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল (IPCC) এর সর্বশেষ ও পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিবাসন/ বাস্তুচ্যুতি হওয়ার একটি জটিল সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত এই বাস্তুচ্যুতির প্রভাব বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বাংলাদেশকে বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশ্বের মধ্য অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিশেষ ভৌগলিক গঠনের কারণে বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদির সাথে প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করে চলেছে। দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সামাজিক অবস্থার কারণে এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো প্রায়শই অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এর ফলে অনেকক্ষেত্রেই পরিবার বা পুরো সম্প্রদায় তাদের বসতবাড়ি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। ধারণা করা হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগামী বছরগুলোতে বাস্তুচ্যুতির জন্য দায়ী এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ ও মাত্রা আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে। তাই জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সবথেকে বেশি পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, ২০৫০ সালের মধ্য বিশ্বের প্রতি ৪৫ জনের মধ্য থেকে ১ জন এবং বাংলাদেশের প্রতি ৭ জনের মধ্য থেকে ১ জন জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাস্তুচ্যুত হবে। অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (IDMC) এর হিসাব মতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০০৪ থেকে ২০০৮ সালের মধ্য বাংলাদেশের প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে । আইডিএমসি এর অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশেষকরে ভোলা, খুলনা ও পটুয়াখালিসহ বাংলাদেশের ২৩টি জেলা থেকে প্রায় ১.৭ লাখ মানুষ স্থানান্তরিত হয়েছে। রামরু (RMMRU) এর ২০১৩ সালের এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, ১৬ থেকে ২৬ মিলিয়নের বেশি মানুষ ২০১১ থেকে ২০৫০ মধ্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির কারণে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হবে অথবা ভিন্নধর্মী শ্রমকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে দেশের রাষ্ট্রীয় সীমারেখার ভেতরে অন্যত্র স্থানান্তর করবে।

ডিসপ্লেসমেন্ট সলিউশনের (Displacement Solutions) এক গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে বাস্তুচ্যুতি হওয়ার মূল কারণ হিসাবে জোয়ারের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি, দ্বিতীয় কারণ হিসাবে গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণাটিতে আরও বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে ২০৮০ সালের মধ্য উপকূলীয় অঞ্চলের ১৩ শতাংশ ভূমি তলিয়ে যেতে পারে। নদীভাঙ্গন ও বন্যার কারণেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূল ভূ-খন্ড থেকে বাস্তুচ্যুতি হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টাকে গুরুত্বসহকারে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। "দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য বাংলাদেশ সরকারও বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা"(NSMDCIID) প্রণয়ন করেছে। এই কর্মকৌশলটিতে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. কৌশলপত্রটি প্রণয়নের যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ সরকার অনুধাবন করেছে যে, অধিকার ও অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় প্রায়শই জটিলতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। বিপর্যয়ের পর ক্ষতিগ্রস্থ মানুষেরা মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার শিকার হয়ে থাকে। বাস্তুচ্যুতি ঘটার পরে বিশেষ করে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে হুমকি, লিঙ্গ বৈষম্যর শিকার, বিভিন্ন অনুদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য; বাস্তুচ্যুত শিশুদের প্রতি নির্যাতন ও নিপীড়ন; বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, শারীরিকভাবে অক্ষম ও পরিবারের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পারিবারিক বিচ্ছেদ; ব্যক্তিগত জরুরী কাগজাদির ক্ষতি, অপর্যাপ্ত আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা, সুষ্ঠ ও কার্যকারী বিচার ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, মতামত ও অভিযোগ প্রদানের অব্যবস্থাপনা বা সুযোগ না থাকা; জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে বৈষম্য; জোরপূর্বক স্থানান্তর, অনিরাপদ বা অনৈচ্ছিক প্রত্যাবর্তন বা পুনর্বাসন; সম্পদের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি সহ প্রতিনিয়ত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় আরও অনেক সমস্যার শিকার হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ সরকার নিরাপদ জলবায়ু সক্ষমতা ও সমৃদ্ধ বদ্বীপ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (Bangadesh Delta Plan 2100) প্রণয়ন করেছে। এই পরিকল্পনাটিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসন ও বাস্তুচ্যুতির কারণে নগরায়ণের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টির বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং কিভাবে নগরের উপরের এই বাড়তি চাপ সুশৃঙ্খলভাবে কমানো যায় তার উপর গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAPA-2005)-এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির জন্য কোন কর্মসূচি বা প্রকল্প রাখা হয়নি। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কর্মকৌশল ২০০৯ এ বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থাপনার উপর কোন পরিকল্পনা রাখা হয়নি, শুধুমাত্র বাস্তুচ্যুতির প্রবাহের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এ বাস্তুচ্যুতদের জরুরী ভিত্তিতে আশ্রয় প্রদান এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন বা পরিকল্পিত স্থানান্তরের বিষয়ে উল্লেখ করে কিন্তু কিভাবে কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে সে বিষয়ে কোন ধরণের দিকনির্দেশনা প্রদান করে না, বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন নীতিমালা বা আইনকে বিবেচনা করেনা এবং সমস্যাটির সমাধানের জন্য কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা/ জাতীয় টাস্কফোর্স /জাতীয় কমিটি তৈরি বিষয়ে উল্লেখ করেনা। যদিও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আদেশাবলি জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন নেতাদের দুর্যোগের সময়

প্রাথমিক জরুরী আশ্রয় প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয় কিন্তু বাস্তুচ্যুতি যাতে না ঘটে বা বাস্তুচ্যুতির ফলে পরবর্তীতে দীর্ঘস্থায়ী কোন সমাধান প্রদানে বিষয়ে উল্লেখ করেনা এবং সাথে সাথে বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন নীতিমালা বা আইনকে বিবেচনা করেনা। তাই বাংলাদেশ সরকার অনুভব করেছে যে, কৌশলগত নীতি কাঠামোতে স্পষ্টত ঘাটতি রয়েছে যা একসাথে বাস্তুচ্যুতির সবগুলো পর্যায়কে একই সাথে একই কাঠামোর আওতায় তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছে না।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতিকে একটি বিস্তৃত ও অধিকারভিত্তিক পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য এই কর্মকৌশলটি তৈরি করা হয়েছে। সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কের বাস্তবায়ন ও প্লাটফর্ম অন ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমেন্ট (পিডিডি) প্রতি সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কের প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্মকৌশলটিকে সরকারের কর্মপরিকল্পনা হিসাবে বিবেচনা করা যায়। বিশেষ করে কর্মকৌশলটি দুর্যোগ ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের স্থানান্তর এবং এই স্থানান্তরকালীন বাঁধাগুলোকে স্থানীয়, জাতীয় এবং আঞ্চলিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশলগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কার্যক্রমের কৌশলগুলোকে বিষদভাবে ব্যাখ্যা করবে; আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তন কর্মের সাথে কৌশলটিকে সংযুক্ত করবে এবং প্লাটফর্ম অন ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমেন্ট (পিডিডি) এর প্রস্তাব অনুযায়ী দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুতির তথ্য সংগ্রহ শুরু করার জন্য পদক্ষেপ নেবে। এটি মনে করা হচ্ছে যে, বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে গৃহীত এই ব্যাপক পরিসরের পদক্ষেপ টেকসই ফলাফল নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে কেননা, এই কৌশলটি সরকারের সামজিক উন্নয়ন কাঠামো (এসডিএফ) এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ক অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা(এসডিজি) অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এই কর্মকৌশলটি সরকারের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের একটি অন্যতম পদক্ষেপ।

৩. দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

কর্মকৌশলটির দীর্ঘমেয়াদি **লক্ষ্য** হলো টেকসই দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে তোলা। কর্মকৌশলটির স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষদের বাস্তুচ্যুতির বিভিন্ন ধাপে এমনকি টেকসই সমাধানের ক্ষেত্রেও তাদের সম্মান, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য একটি বিস্তৃত ও বাস্তবসম্মত কর্মকাঠামো গঠন করা।

উদ্দেশ্যসমূহ-

- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্দেশনা ও কর্মপরিকল্পনাগুলির জন্য সাধারণ ও সুসঙ্গত ভিত্তি তৈরি করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির হার কমাতে প্রতিরোধমূলক ও অভিযোজনমূলক উভয় ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নিরাপদে, স্বেচ্ছায় এবং মর্যাদার সাথে পূর্বের আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তন/ স্থানীয়ভাবে সমন্বয়করণ ও স্থানান্তর/ পুনর্বাসনে জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতিকে কার্যকর ও দক্ষভাবে ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তুচ্যুতদের অধিকার প্রাপ্তির বিষয় নিশ্চিত করা; সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে তাদের জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের সবধরনের মানব দক্ষতার উন্নতি সাধন করা।

৪. কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের সুযোগ

এই কর্মকৌশলটিতে বাস্তুচ্যুতির তিনটি পর্যায়ের যথা (১) প্রাক বাস্তুচ্যুতি (২) বাস্তুচ্যুতিকালীন সময় ও (৩) বাস্তুচ্যুতির পরবর্তী সময়ের বিস্তারিত কৌশল তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু কর্মকৌশলটির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়কে সরকারের সকল কার্যক্রমের মধ্য অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তাই কর্মকৌশলটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে হয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শদাতা, দ্বিতীয় বিপর্যয় মোকাবেলা কার্যক্রমের আওতায় দেখানো অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির প্রবণতা ও প্রভাব বিশ্লেষেণসহ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু তাড়িত অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কর্মকৌশলটিতে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির জন্য দায়ী বাংলাদেশে সংঘঠিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্যোগ সমূহ হলো- বন্যা, উপকূলীয় ও নদীভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, জলাবদ্ধতা, লবনাক্ততা, ভূমিধস।

৫. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচুতির সংজ্ঞা

"বাস্তুচ্যুতি/ স্থানান্তর" শব্দটি দ্বারা মূলত জোরপূর্বক স্থানান্তরকেই বোঝায়। এই স্থানান্তর দুই ধরণের ক্ষেত্রেই হতে পারে যেমন এক যারা বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করে চলে যাচ্ছে বা দেশের সীমারেখার ভেতরেই অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির সর্বাধিক সম্মত সংজ্ঞাগুলোর মধ্য একটি হল জাতিসংঘের পথনির্দেশক নীতিমালা। এই নীতিমালা অনুসারে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হল-

"সশস্ত্র সংঘাত, সহিংসতার পরিস্থিতি, মানাধিকার লঙ্ঘন, প্রাকৃতিক অথবা মানব সৃষ্ঠ দুর্যোগের প্রভাব এড়াতে যে ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীসমূহ বাধ্য হয়ে তাদের আবাস্থল ছেড়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতরে এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে।" এই সংজ্ঞার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতির বিভিন্ন কারণগুলোকে ব্যাপক পরিসরেই বিবেচনা করা হয়েছে।

পেনিন্সিউলা নীতিমালার মাধ্যমে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির সংজ্ঞাকে আরও সংক্ষিপ্ত পরিসরে শুধুমাত্র জলবায়ু উপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে, এই নীতিমালা অনুসারে- "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে যেমন হঠাৎ বা ধীরগতিতে সংঘঠিত (Slow onset) পরিবেশগত ঘটনা ও তার প্রভাবসমূহের কারণে যে কোন একটি বিষয় বা একাধিক সমন্বিত বিষয়ের জন্য মানুষের রাষ্ট্রীয় সীমারেখার ভেতরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করাকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্থানান্তর/ বাস্তুচ্যুতি বলা হচ্ছে।"

কিন্তু পেনিন্সিউলা নীতিমালার অনুসারে জলবায়ু বাস্তুচ্যুতিকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে "জোরপূর্বক/ অনিচ্ছাকৃত স্থানান্তর" ও "স্থানান্তরের সময়সীমা"-এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়নি।

তাই, এই কর্মকৌশলটির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচুত্যিকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে-

"জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে যেমন হঠাৎ বা ধীরগতির পরিবেশগত ঘটনা (Sudden and Slow onset) ও তার প্রভাবসমূহের কারণে জোরপূর্বক/ স্বেচ্ছায় যখন কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, পরিবার বা সমগ্র সম্প্রদায়ই অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতরেই এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় এই স্থানান্তরকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি বলা হয়েছে।"

আকস্মিক সংঘঠিত দুর্যোগের ক্ষেত্রে মানুষ টিকে থাকার জন্য বাধ্য হয়ে স্থানান্তর করে অন্যদিকে ধীরগতির সংঘঠিত দুর্যোগের ক্ষেত্রে স্থানান্তরের ধরণ হয় সাধারণত পূর্বপ্রস্তুতিমূলক অর্থাৎ তারা বড় ধরণের ক্ষতির পূর্বেই জীবিকার ধরণ পরিবর্তন করে অন্যত্র স্থানান্তর করে। তাই ধীরগতির দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুতির বিষয়গুলো সহজে বোঝা যায়না। তাই, দ্রুত গতির প্রারম্ভিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি পুনরুদ্ধার কৌশলের আওতায় এবং ধীরগতির বাস্তুচ্যুতিকে প্রস্তুতিমূলক ও অভিযোজন কৌশলের আওতায় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সাধারণত, যখন মানুষ কোন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য নিজের বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয় এবং দুর্যোগ শেষে তাদের আগের স্থানে ফিরে আসার মত সুযোগ থাকে তখন সেই ধরণের বাস্তুচ্যুতিকে বলা যায় অস্থায়ী অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি এবং দুর্যোগ শেষে যখন তাদের স্থায়ীভাবে আগের স্থানে ফিরে আসার সুযোগ থাকেনা তখন সেই ধরণের বাস্তুচ্যুতিকে স্থায়ী বাস্তুচ্যুতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ব্যবহারিকভাবে কাজের সুবিধার্থে সংজ্ঞার এসকল জটিলতা দূর করার জন্য এই কর্মকৌশলটিতে সিপিএমপি (কম্প্রেহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম) এর গবেষণায় উল্লেখিত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের শ্রেণীবিন্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদেরকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা (১) অস্থায়ী বাস্তুচ্যুত (২) স্থায়ী ও অস্থায়ী পর্যায়ের মধ্যবর্তী বাস্তুচ্যুতএবং (৩) স্থায়ী বাস্তুচ্যুত। দুর্যোগের সময় যখন কোন পরিবার অস্থায়ীভাবে নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে আশেপাশের প্রতিবেশির বাড়িতে, আত্মীয়ের বাড়িতে, আশেপাশের উঁচু রাস্তার উপর, বিশেষ করে বাঁধ বা আশেপাশের আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্যান্য মজবুত ও নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করে এবং দুর্যোগ পরিস্থিতির উন্নতি হলেই আবার সর্বাধিক ৬ মাসের মধ্যই নিজেদের আবাসস্থলেই ফিরে আসে। এই ধরণের বাস্তুচ্যুতদের বলা হয় অস্থায়ী বাস্তুচ্যুত। স্থায়ী ও অস্থায়ী পর্যায়ের মধ্যবর্তী বাস্তুচুতি হল, যখন মানুষ দুর্যোগের কারণে নিজেদের বাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র স্থানান্তর করে কিন্তু নতুন বাসস্থান থেকে তারা ঝুঁকির কারণে পরবর্তীতে আবারও স্থানান্তর করে। অর্থাৎ ঝুঁকির জন্য বারবার স্থানান্তরের সম্ভাবনা থেকেই যায়। অন্যদিকে, স্থায়ী বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ বাসস্থান পরিত্যাগ করে দূরের নতুন নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করে স্থায়ীভাবে। সাধারণত পরবর্তীতে তাদের পুনরায় স্থানান্তরের সম্ভাবনা থাকেনা।

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির প্রধান আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ

১. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি সম্পর্কে জাতিসংঘের পথনির্দেশক নীতি-নির্দেশনা

অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি সম্পর্কে জাতিসংঘের পথনির্দেশক নীতিগুলো অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি মোকাবেলার জন্য সর্বাধিক স্বীকৃত আদর্শ কর্মকাঠামো। এই কর্মকাঠামো অনুসারে, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা তাদের দেশের অন্যান্য ব্যক্তিদের মতো আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ আইনের আওতায় সমানভাবে একই অধিকার এবং স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবেন। অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হওয়ার কারণে যে কোনও অধিকার এবং স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে বৈষম্য করা হবে না। এটি জাতীয় আইন ও নীতিমালা গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোকে আইনী মানদণ্ডগুলোর একটি তালিকা সরবরাহ করে এবং কীভাবে এই আইনী মানদণ্ডগুলোকে অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করে। এই আদর্শ কর্মকাঠামোটি বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালা এবং অঙ্গীকারসমূহকে নতুনভাবে বিবৃতি করা এবং তৈরি করার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির অনুসরণ করে।

২. ন্যানসেন নীতিমালা

ন্যানসন নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের জনগণকে সুরক্ষা প্রদান করা। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা অথবা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হওয়া মানুষদের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা। তাছাড়াও বাস্তুচ্যুত সম্প্রদায় এবং বাস্তুচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এরূপ বাস্তুচ্যুত ও সম্প্রদায়ের মধ্যকার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা অথবা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হওয়া বাস্তুচ্যুতদের প্রয়োজনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বিশেষত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জোরদার করা এবং পর্যাপ্ত সংস্থানের মাধ্যমে সর্বস্তরের সক্ষমতা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। এটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও সাড়াদানের বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে, যেখানে বয়স, লিঙ্গ এবং বৈচিত্র্যের দিকগুলোর প্রতি সংবেদনশীলতার সাথে বৈষম্যহীনতা, সম্মতি, ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ এবং সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে

স্থানান্তরের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, ঘরবাড়ি ও জীবিকা হারানোর কারণে অথবা যারা বাস্তুচ্যুতের দ্বারাই হুমকির শিকার হয়েছে তাদের সকলের প্রয়োজনের বিষয়সমূহকেই অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে এবং যারা স্থানান্তরিত হতে আগ্রহী নয় তাদের অবহেলা করা যাবে না।

৬. জলবায়ু ও দুর্যোগ তাড়িত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা একটি সমন্বিত কৌশল

বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হল বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন ও অতি দারিদ্র দূরীকরণের সাথে সাথে ২০৩০ সালের মধ্য উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্য বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশীল দেশ হিসাবে পরিণত করে তোলা। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ বাবস্থাপনাকে বিবেচনা করা হল সরকারের এই অভীষ্ট/লক্ষ্যর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই, সামজিক উন্নয়ন কাঠামো (এসডিএফ) মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন সামাজিক নীতিমালা, কর্মসূচি এবং কৌশলগুলোকে সমন্বয় করে প্রস্তুত করছে।

কর্মকৌশলটিকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যায় কেননা কর্মকৌশলটি সরকারের দারিদ্রতা নিরসন কৌশল ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা, পয়ঃনিষ্কাশন, পানি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নারী ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ বাবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ক কৌশলসমূহ এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নের সমন্বয়ে গঠিত। এই কর্মকাঠামোর উদ্দেশ্য হলো বিস্তৃত এবং সুসংগত নীতিমালা তৈরি করা যার সহয়তায় বাংলাদেশ তার উন্নয়ের ক্ষেত্রে সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। সময়ের সাথে সাথে, মানবাধিকার, বিভিন্ন উন্নয়ন পদক্ষেপ ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার জনগোষ্ঠীকে আরও বেশি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াতে সক্ষম করে তোলার জন্য প্রচলিত সাড়া প্রদান ও ত্রান পদ্ধতি থেকে সরে এসেছে। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা থেকে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য বিস্তৃত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। কৌশলগত সাড়াদান প্রক্রিয়াকে আরও বেশি বিস্তৃত ও কার্যকরী করার জন্য কর্মকৌশলটিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নতুন পদ্ধতিকে বিবেচনায় নিয়েছে।

অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতি (আরবিএ) ঝুঁকি হ্রাসের জন্য পদক্ষেপ, মানবিক সহয়তা এবং বাস্তুচুতির টেকসই সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ নীতিমালা সরবরাহ করে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতি হল সাধারণ অর্থে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানব অধিকার যেমন অর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং তথ্য প্রাপ্তির ও মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুত মানুষদের অধিকার থাকা ও সেই অধিকার ভোগের সুযোগ থাকা। সমাজের দরিদ্র, ভাসমান মানুষ, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী এবং ধর্মীয় সংখালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরা সাধারণত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির ফলে সবথেকে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতি এসকল সমস্যার সমাধান কেননা অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতিতে বাস্তুচ্যুত মানুষদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয় এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূর করার বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়।

ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে আরও বেশি সক্ষম করে তোলার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির "টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতি" এই দুইটি বিষয়ের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরী। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির জন্য সমন্বিত পদক্ষেপের ফলে কর্মকৌশলটি আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত হওয়া সামাজের পিছিয়ে থাকা মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে। বাস্তুচ্যুতির বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য যথার্থ/উপযুক্ত সাড়াদান/ইন্টারভেনশনকে সনাক্ত করতে আইওএম এর শরণার্থী ব্যবস্থাপনা চক্র (এমএমসি) এর সাথে সমন্বয় করে কর্মকৌশলটিতে বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ডিএমএফ) তৈরি করা হয়েছে।

৭. বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক/কর্মাকাঠামো

কৌশলগত সাড়াদানের লক্ষ্য হলো প্রাক-বাস্তচ্যুতির ধাপে বাস্তচ্যুতির দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি কমানো, বাস্তচ্যুতির ধাপে যাতে করে অস্থায়ী বাস্তচ্যুতির পরিমাণ কমানো যায়, এবং বাস্তচ্যুতির পরবর্তী ধাপে যাতে করে বাস্তচ্যুতির ক্ষেত্রে টেকসই সমাধান প্রদান করা যায়। বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কাঠামো (DMF) অনুযায়ী এই খসড়া কৌশলপত্রটি মাধ্যমে কৌশলগত সাড়াদান/ কার্যক্রমকে (Strategic Response) ৪টি ধাপে ভাগ করা হয়েছে যথা- (১) প্রতিরোধ (২) প্রস্তুতি (৩) ব্যবস্থাপনা এবং(৪) সনাক্তকরণ।

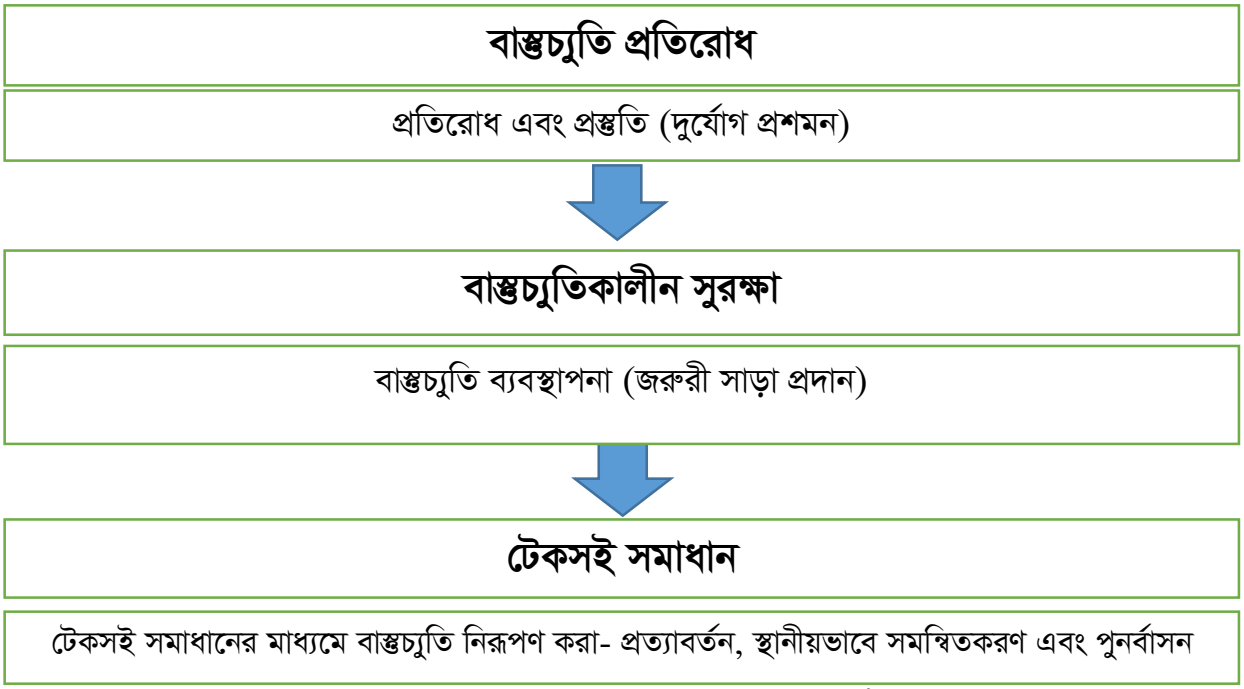

রেখাচিত্র ১ ঃ বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক

কৌশলগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, **প্রতিরোধের** লক্ষ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনের মাধ্যমে বিপদাপন্নতা কমিয়ে আনা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাস্তচ্যুতি বন্ধ করা।

দ্বিতীয় কৌশলগত প্রক্রিয়াটি সংকটাপন্ন জনগোষ্ঠীর **প্রস্তুতির** কথা বলা হয়েছে যেখানে কার্যকরী প্রশমন/স্থানান্তর/ পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে। অধিকার ভিত্তিক এবং কার্যকরী স্থানান্তরন নিশ্চিত করতে হবে যার মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, প্রশিক্ষণ প্রদান করা, উদ্বাস্তু কেন্দ্রগুলো ও অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলো চিহ্নিত করা।

তৃতীয় কৌশলগত পদ্ধতি হলো **বাস্তচ্যুতিকালীন পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা**। এক্ষেত্রে বাস্তচ্যুত মানুষের জন্য জরুরী মানবিক সহায়তার কথা বলা হয়েছে। পুনর্বাসন এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে অধিকার ভিত্তিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তচ্যুতদের খাদ্য,বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা সহ অন্যান্য মৌল মানবিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

চতুর্থ কৌশলগত পদ্ধতি হলো **টেকসই সমাধানের** মাধ্যমে বাস্তচ্যুতি মানুষের জন্য অধিকার নিশ্চিত করা। মূলত তিন ভাবে এই প্রক্রিয়া কার্যকর করা যাবে সেগুলো হলঃ ১। প্রত্যাবর্তন করা ২। স্থানীয়ভাবে সমন্বিতকরণ এবং ৩। পুনর্বাসন করা ।

বাস্তচ্যুতির প্রতিরোধ

বাস্তচ্যুতির প্রতিরোধ সম্পর্কিত অধিকারগুলোর উদাহরণঃ বৈষম্যহীনতা এবং সমতা, নিরাপত্তার অধিকার, জীবনের অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, বাসস্থায় পাওয়ার অধিকার, অংশগ্রহণের অধিকার, তথ্য অধিকার ইত্যাদি।

উদ্দেশ্যঃ এর সাথে সম্পর্কিত অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি দেয়া। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন/ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংকটাপন্ন মানুষদের সুরক্ষা প্রদান করা।

কৌশলগত সাড়াদানঃ বাস্তচ্যুতির **প্রতিরোধ** হলো স্থানান্তর এবং বাস্তচ্যুতি সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় কার্যপরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বাস্তচ্যুতির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিনিয়োগ/ অর্থায়নের সত্ত্বেও কিছু কিছু বাস্তচ্যুতি সংগঠিত হচ্ছে।এর ফলে জনগণকে আরো বেশি ঝুঁকি বা সংকটের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাস্তচ্যুতি প্রশমনের কৌশল পুরোপরি বাস্তবায়ন না করা গেলে এটা ব্যাপক আকারে মানবিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই **প্রস্তুত** থাকা উচিত কীভাবে এই মানবিক দুর্দশা ও জীবিকার ক্ষতি প্রশমন করা যায়।

পরিবেশগত অবনতি, উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি অথবা মরুকরণের ফলে কিছু কিছু জায়গাকে ববসাবসের অযোগ্য করে তোলে। সুতরাং এমতাবস্থায় স্থানান্তর এবং পুনর্বাসন প্রস্তুতি থাকতে হবে।

কৌশলপত্রের প্রধান ক্ষেত্রগুলো ঃ দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন ।

১. প্রধান কার্যক্রমসমূহ (প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতিমূলক)

প্রত্যাশিত প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমসমূহকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলোঃ (১) ঝুঁকি সম্পর্কিত কার্যক্রম (২) দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন (ডিডিআর) এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন (সিসিএ) তে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা অর্থ বরাদ্দ করা (৩) জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সুশাসন বিষয়সমূহকে শক্তিশালীকরণ ৪। আরবান গ্রোথ সেন্টার বিকেন্দ্রীকরণে উৎসাহীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ৫। অধিক সংকটাপন্ন এলাকাগুলো চিহ্নিত করে জলবায়ু-দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন জমিগুলো পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে হবে। একইসাথে অনিরাপদ এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মানব স্থানান্তরণ রোধ করতে হবে।এই সকল বিধিনিষেধের ফলে কার্যকরীভাবে মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে।

১.১ ঝুঁকি নিরূপণ মূল্যায়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত কার্যক্রম

১.১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রাণালয় (MoDDR) এবং স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি/ প্রতিষ্ঠানের গাইডলাইন অনুযায়ী বাংলাদেশের বাস্তুচ্যুতি সম্পর্কিত মাঠ পর্যায়ের উপাত্তসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রিত এবং হালনাগাদ করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (DMCs) সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। উপাত্ত ব্যবস্থাপনার জন্য স্মার্ট ডাটা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করতে হবে যেখানে জিআইএস/ রিমোট সেন্সিংং সিস্টেমের প্রয়োগ থাকবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যক্রমের সার্বিক তদারকি করবে।

১.১.২ বয়স, জেন্ডার এবং অন্যান্যসূচক দ্বারা উপাত্ত আলাদা করতে হবে। সেখানে অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের যেমন নারী প্রধান পরিবার, সখ্যালঘু , বয়স্ক, অক্ষম ব্যক্তিবর্গ, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের নির্দিষ্ট দাবিসমূহ উঠে আসে এবং তাদের অধিকারসমুহ সঠিকভাবে রক্ষা পায়।

১.১.৩ জাতীয় আদমশুমারি, বাংলাদেশ হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (খানা আয় ও ব্যয় জরিপ), পরিবায়ু পরিবেশ সংক্ষিপ্তসার, স্বাস্থ্য ও জন জরিপ- এ বাস্তুচ্যুত/অভিবাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাস্তুচ্যুতদের উপাত্ত সংগ্রহের খরচ কমানোর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আদেশাবলি এর মাধ্যমে ঝুঁকি ধরণ নির্ণয় এবং সংকাটাপন্ন অবস্থায় মূল্যায়ন/ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১.১.৪ বাস্তুচ্যুতিদের জন্য ফোরকাস্টিং মেকানিজম বা পূর্বাভাস ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। এই মেকানিজম শুধুমাত্র বিভিন্ন জলবায়ু ঝুঁকি যেমন বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাস্তুচ্যুতি নিয়েই ধারণা দিবে তা নয়, বরং বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ, প্রশমন, সাড়াদানের পদক্ষেপগুলো প্রয়োগ করা হলে কি ফলাফল আসবে সেই ব্যবপারেও আলোকপাত করবে।

১.১.৫ বাস্তুচ্যুতির হটস্পটগুলোতে সিডিএমপি-২ এর নির্দেশনা অনুয়ায়ী কমিউনিটি ভিত্তিক এসেসমেন্ট বা মূল্যায়ন (সিআরএস) পরিচালনা করতে হবে। সিআরএস পর্যায়ক্রম অনুসারে হতে হবে যাতে করে কমিউনিটির ঝুঁকি ,সংকটাপন্ন এবং অগ্রাধিকারসমূহ বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করা যায়।

১.১.৬ যদি কোন কারণে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর সম্ভব না হয় তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অনুদান খুজতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৌশলগত সিদ্ধান্ত , সংলাপ, আলোচনা , দরাদরি করতে হবে । এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

১.২ জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সুশাসন বিষয়সমূহকে শক্তিশালীকরণ

১.২.১ ব্যাপক পরিসরে প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়ার্ক/ কাঠামো তৈরি করতে হবে। আইন, নীতিমালা,রেগুলেশন, প্রতিষ্ঠান এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যমান ফ্রেমওয়ার্কে/ কাঠামোতে বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রয়োজনে কার্যকরী সাড়াদান প্রদান করা সম্ভব হয়।

১.২.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতদের অধিকার রক্ষার জন্য আইনী স্বীকৃতি দিতে হবে এবং বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় সরকারের ভূমিকা বা দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করতে হবে। এর সাথে সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর সংশোধনের মাধ্যমে জলবায়ু সংকটাপন্ন এলাকাগুলোর শ্রমিক অভিবাসনেত আইনী স্বীকৃতি দিতে হবে।

১.২.৩ সরকারে বিদ্যমান নীতিমালা/ পরিকল্পনাগুলো যেমন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা ২০১৬-২০ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে বাস্তচ্যুত বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত কিংবা বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে হবে। জেলা, উপজেলা,ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধিমালা বা দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

১.২.৪ জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন আইন এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জেন্ডার ইস্যু এবং সংকটসাপন্ন শ্রেণিদের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।

১.২.৫ জলবায়ু দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনেকে মূলধায়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বিশেষ করে এর সাথে সম্পর্কিত সকল সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরে পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে ।

১.২.৬ অংশগ্রহণমূলক স্থানান্তরের জন্য জাতীয় এবং উপ-জাতীয় কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

১.৩ দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন (DDR) এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন (CCA) তে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা অর্থ বরাদ্দ করা

সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) জলবায়ু বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহনীশলতা অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে। ডিডিআর এবং সিসিএ এর মাধ্যেম ভবিষ্যত বাস্তচ্যুতি প্রতিরোধে এবং প্রশমনে সরকারের প্রয়োজন হবে ঃ

১.৩.১ আকস্মিক এবং ধীরগতির দুরযোগের ক্ষেত্রে আগাম পূর্বাভাস প্রদ্ধতি আরো শক্তিশালী করতে হবে। ।

১.৩.২ আগাম পূর্ভাবাস প্রাদন করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

১.৩.৩ জীবিকার বৈচিত্রায়নের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। বাস্তচ্যুত হয়ে গেলেও যাতে সামাজিত সুরক্ষা পায় সেই জন্য সরকারে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালায় একটি বিশেষ বিধান চালু করতে হবে।

১.৩.৪ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষিক্ষেত্রে অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষি বীমা চালু করতে হবে যাতে করে কৃষকেরা জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারে।

১.৩.৫ একই রকম বীমা স্কিম অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন বাসস্থান নির্মাণ, গবাদি-পশু পালন, অন্য যে কোন ধরনের সম্পত্তি- ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রণয়ন করতে হবে।

১.৩.৬ আন্তর্জাতিক শ্রমিক বাজারকে মাথায় রখে স্কিল ট্রেনিং / মেধা বিকাশের জন্য অকৃষি খাতে সরকারি এবং বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে ।

১.৩.৭ রেমিটেন্স জলবায়ু অভিযোজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। তাই আন্তর্জাতিক স্বল্প মেয়াদি শ্রমিক অভিবাসনের কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে।

১.৩.৮ প্রান্তীয় এবং বিপদাপন্ন মানুষের জন্য অস্থায়ী এবং বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমিক অভিবাসনের ব্যবস্থা কতে হবে। এক্ষত্রে আইএলও (ILO), আইওএম (IMO), ইউএনএইচসিআর (UNRCR), ইউএনডিপি (UNDP) এবং অন্যান্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে অংশীদারীত্বের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন করতে হবে।

১.৩.৯ প্রবাসীদের সুবিধার্থে সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য জেলা কর্মসংস্থান অফিস, প্রবসী কল্যাণ ব্যাংক এর শাখা জলবায়ু সংকটাপন্ন এলাকাগুলোতে খুলতে হবে।

১.৩.১০ আর্থিক পণ্যকে উৎসাহিত করা, সহযোগিতা/ শুরু করতে হবে। বিপদাপন্ন এলাগুলোর জন্য অভিযোজন প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

১.৩.১১ বৃহত্তর শিল্পায়ন খাতে জলবায়ু হটস্পট থেকে বাস্তচ্যুতদের জন্য সরকারি-বেসকারি অংশীদারিত্বে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। চাকুরীর প্রাপ্তি সহজতর করার জন্য অনলাইন জব পোর্টাল চালু করতে হবে।

১.৩.১২ বাস্তচ্যুতির হটস্পটগুলোতে অবকাঠামোগত সংস্কার এবং পুনর্বাসন করা দরকার। বিদ্যামান বেড়িবাঁধগুলো সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। মনিরিং ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।

১.৩.১৩ পর্যাপ্ত পরিমাণে জেন্ডার সংবেদনশীল ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে/ শেল্টার নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। এটা অনুমান করা হয়েছে যে, উপকূলীয় মানুষের নিরাপত্তার জন্য ৪০০০ হাজার আশ্রয়কেন্দ্রের দরকার যেখানে বর্তমানে আছে ২৫০০ এর এর মতো আশ্রয়কেন্দ্রে।

১.৩.১৪ বাঁধ এবং পোল্ডারগুলোর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনে বাস্তুচ্যুত মানুষের স্থানান্তর করতে হবে। গুচ্ছগ্রামের আওতায় জলবায়ু সহনশীলতা অর্জনের জন্য কিছু জোরালো কর্মসূচি নিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা বাধগুলো কিংবা দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রে প্রদান করতে হবে।

১.৩.১৫ বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোকে উন্নত করতে হবে। খরা অভিযোজনের জন্য ক্রস ড্যাম এবং পানি নিয়ন্ত্রক কাঠামো তৈরি করতে হবে।

১.৩.১৬ স্থানীয় এবং কমিউনিটি পর্যায়ে অবকাঠামো স্থাপনার জন্য জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেগুলো অবশ্যই পরিকল্পনা মোতাবেক এবং বাস্তবসম্মত কার্যক্রমের মাধ্যমে।

১.৩.১৭ পরিকল্পনার মাধ্যমে বাসস্থানগুলো নিপারদ স্থানে পরিনত করতে হবে।

১.৩.১৮ দুর্যোগ সহনশীল গুচ্ছআবাসন ব্যবস্থা ভূমিহীনদের জন্য নকশা এবং তৈরি করতে হবে। সেটা হতে পারে পাবলিক-প্রাইভেট-এনজিও পার্টনারশীপের মাধ্যমে।

১.৩.১৯ গ্রামীণ একালায় মডেল হাউজিং/বাসস্থান এবং বহুতল-পাকা অবকাঠামো নির্মাণে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারদের অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৩.২০ বাস্তুচ্যুতদের বিধিবহির্ভূত বা জোরপূর্বক স্থানান্তর করা যাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের পুনর্বাসন করতে হবে।

১.৪ আরবান গ্রোথ সেন্টার বিকেন্দ্রীকরণে উৎসাহীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

১.৪.১ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের জন্য তাদের নিকটবর্তী স্থানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।এটা অবশ্যই সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে করতে হবে।

১.৪.২ আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে আরবান গ্রোথ সেন্টার সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে নির্মাণ করতে হবে। এর মাধ্যমে মেগা সিটি ঢাকা এবং চট্টগ্রামের উপর চাপ কমবে। কম খরচে আবাসন , শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ, নিরাপদ পানি , স্যানিটেশনের এবং বিদ্যুতের সুবিধা এইসব গ্রোথ সেন্টারগুলোতে থাকতে হবে। আরবান সেন্টারগুলো আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ে নির্ধারণ এবং তৈরি করতে হবে।

১.৪.৩ শহর এলাকায় অধিক জনসংখ্যাজনিত সমস্যা সমাধেনের জন্য পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

১.৪.৪ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির জন্য উৎস স্থান থেকে আরবান গ্রোথ সেন্টারে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

১.৫ জলবায়ু-দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এমন ভূমি ব্যবহার ও পরিকল্পনা

১.৫.১ অধিক সংকটাপন্ন অঞ্চলগলো চিহ্নিত করে সেখানে জলবায়ু ঝুঁকি প্রতিরোধে সক্ষম ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা করতে হবে। পাশাপাশি, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বা অনিরাপদ এলাকায় মানব বসতি করতে দেয়া যাবে না ।

১.৫.২ উপকূলীয় এবং সমুদ্র অঞ্চলে সরকারে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ পরিকল্পনায় বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি সমন্বয় করতে হবে। এইসব এলাকার কাছাকাছি স্যাটেলাইট সিটি তৈরি করতে হবে বা কম খরচের আবাসনের ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা বিদ্যমান থাকবে।

১.৫.৩ ভূমি ব্যবহার নীতিমালা কার্যকর করতে হবে। ভূমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি প্রশমণ করা এবং অভিযোজন নিশ্চিত করতে হবে। উপকূলীয় এলাকায় গ্রীণ বেল্ট কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।

১.৫.৪ পরিবেশগত বিপদাপন্না অঞ্চলগুলো থেকে অন্যত্র প্রধান প্রধান এলাকায় স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। খাস জমিগুলো জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের আবাসন এবং জীবিকার জন্য বরাদ্দ করতে হবে।

১.৫.৫ দরিদ্র, অসহায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের জন্য আইনগত ভাবে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করতে হবে। এর ফলে কমন রিসোর্স তৈরির মাধ্যমে উচ্চ শ্রেণির সম্পদ আত্তয়করণের মাত্রা কমে আসবে।

বাস্তুচ্যুতিকালীন সুরক্ষা

বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার ক্ষেত্রে কিছু অধিকারের উদাহরণ ঃ বৈষম্যহীনতা এবং সমতা, স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার, শারীরিক ও নৈতিক নিরাপত্তার অধিকার, স্বাধীনতা ও সুরক্ষার অধিকার; চলাফেরার স্বাধীনতার অধিকার; আবাসনের অধিকার; পর্যাপ্ত গৃহায়ণ এবং ভূমি ব্যবহারের অধিকার; জীবিকার অধিকার; পানি,খাদ্য ও বস্ত্রের অধিকার; জীবনযাত্রার অধিকার; স্বাস্থ্যসেবার অধিকার; পরিবারের সদস্যদের অধিকার অধিকার।

উদ্দেশ্যঃ
উল্লেখিত অধিকারগলোর স্বীকৃতি দেয়া। এইস্তরে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হলো বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তুচ্যুতদের অধিকার ভিত্তিক মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করা।

কৌশলগত সাড়াদানঃ
বাস্তুচ্যুতকালীন সময়ে দ্রুত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা করতে হবে এবং তাদের কার্যকরী সুরক্ষা ও মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যবস্থা নিতে হবে। এভাবে জলবায়ুজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তচ্যুতি যতটা সম্ভব প্রতিরোধ করতে হবে।

কৌশলপত্রের প্রধান ক্ষেত্রসমূহঃ মানবিক এবং দুর্যোগকালীন ত্রাণ সহায়তা।

২. প্রধান কার্যক্রমসমূহ ঃ বাস্তুচ্যুতিকালীন সময়ে মৌলিক অধিকার সুরক্ষার জন্য মানবিক এবং দুর্যোগকালীন ত্রাণ সহায়তা জোরদার করা বা শক্তশালীকরণ।

২.১ মানবিক এবং দুর্যোগকালীন ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ
বাস্তুচ্যুতির জরুরী প্রয়োজনের সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয় অন্যান্য সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়, এজেন্সি, এবং মানবিক প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটির সাথে নিচে উল্লেখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে ঃ

২.১.১ বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হবে এবং স্ফীয়ার স্টান্ডার্ড (Sphere Standards) অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেটা মূলত প্রাথমিকভাবে চারটি মানবিক সহযোগিতাঃ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন; খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি; বাসস্থান, আবাসন ও যেগুনো খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সাহায্য এবং স্বাস্থ্য কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে।

২.১.২ স্থানান্তর করার সময় তাদের নিরাপত্তা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া পরিবারে সদ্যস্যরা যাতে আলাদা না করা হয় সেই ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। অক্ষম বা প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২.১.৩ সংকটাপন্ন জনগোষ্ঠিকে নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যদি প্রয়োজন হয়, তাদের স্থানান্তরের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী, শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে পর্যাপ্ত নিরাপদ পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.১.৪ একটি শক্তিশালী ট্রাকিং সিস্টেম / সনাক্তকরণের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে এবং বাস্তুচ্যুতি হওয়ার সাথে সাথেই পরিবার এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। এই নিবন্ধন প্রক্রিয়া ত্রাণ সহায়তা, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া, কেউ নিখোজ হলে খোঁজে বের করার জন্য সাহায্য করবে।

২.১.৫ ত্রাণের মালামাল সংরক্ষণ করার জন্য জেলা ভিত্তিক স্টোরেজ পদ্ধতি তৈরি করতে হবে।

২.১.৬ নিরাপদ পানির পর্যাপ্ত সরবারাহ নিশ্চিত করতে হবে। জরুরী প্রয়োজনের জন্য মোবাইল টয়লেট স্থাপন করতে হবে। নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট নির্মাণ করতে হবে। জরুরী স্বাস্থ্য সেবার জন্য মেডিকেল টিম নিশ্চিত করতে হবে।

২.১.৭ কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যেমন জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন, পাসপোর্ট, কাবিননামার তথ্য হালনাগাদ করতে হবে।

২.১.৮ শিশু নারী, বয়স্ক, শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিকলাঙ্গদের যে সকল সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয় সেই সমস্যাগুলো থেকে প্রতিকার এবং সাড়াদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২.১.৯ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের ও মানবিক উন্নয়ন কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

২.১.১০ দুর্যোগ চলাকালীন অভ্যন্তরীণ দেশি এবং বিদেশি রেমিট্যান্স/ অর্থ প্রেরণ বাধাগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু দুর্যোগের কারণে অনেল ব্যক্তিগত ডকুমেন্ট হারিয়ে যায়, তাই রেমিট্যান্সের টাকা উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য কিছুটা ছাড় দিতে হবে।

২.১.১১ উদ্ধার এবং পুনর্গঠন জন্য দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা তৈরি করার পদক্ষেপ নিয়ে হবে। দুর্যোগ পরবর্তী গৃহায়ণকে গুরুত্ব দিতে হবে।

২.১.১২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলি আরো সুস্পষ্ট করতে হবে।

২.২ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের তাদের বাস্তুচুতি চলাকালীন সময়ে মৌলিক/ মানবিক অধিকার রক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশের সংবিধান জীবনের নিরাপত্তা প্রদান, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, চলাফেলার স্বাধীনতাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকারের নিরাপত্তা প্রদান করছে। বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রেও তাদের অধিকারগুলো সমর্থন করতে হবে।

২.২.১ বাস্তুচ্যুতদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে (উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, পুলিশ সহায়তার জন্য ২৪ ঘন্টা হটলাইন চালু করা যেতে পারে)।

২.২.২ শারীরিক এবং যৌন নির্যাতিত মহিলা বা শিশুদের বাসস্থান, চিকিৎসা, মনোসামাজিক এবং বিনামূল্যে আইনি সহযোগিতা লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

২.২.৩ জোরপূর্বক কাউকে স্থানান্তর বা বেআইনীভাবে প্রতাবর্তনে বা একই স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য করা যাবে না। বাংলাদেশের সংবিধান নিরাপত্তা প্রদান করেছে যে, রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের বাংলাদেশের যে কোন যায়গায় চলাচলের অধিকার থাকবে। পাশাপাশি যে কোন স্থানেই বসবাস এবং বসতি স্থাপন, দেশ ত্যাগ এবং দেশে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

২.২.৪ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের জন্য পর্যাপ্ত গৃহাইয়ণ এবং আশ্রয়স্থল নিশ্চিত করতে হবে।

২.২.৫ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ভূমিহীনদের ভূমি মন্ত্রণায়নকে সরকারি খাস জমিগুলো সনাক্ত করতে হবে এবং জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা (২০০১) খাসজমির ব্যবস্থা করতে হবে।

২.২.৬ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের পানি, খাদ্য, বস্ত্র এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী, শিশু, বয়স্ক, নারী এবং কিশোরীদের বিষয়টা গুরুত্বের সাথে প্রাধান্য দিতে হবে।

২.২.৭ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের জন্য বিশেষ করে শিশু এবং কিশোর/কিশোরীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

২.২.৮ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের সন্তানদের জন্য বিশেষ করে প্রতিবন্ধী বা অসক্ষম তাদের জন্য স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আরবানে সেন্টারগুলোতে স্থানীয় শিশুদের সাথে বাস্তুচ্যুত জনগনের শিশুদের মূলধারা শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পিতামাতারা যাতে সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠায় সে ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

২.২.৯ দেশ এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২.২.১০ প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান তাদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবে যাতে তারা স্বল্পমেয়াদি আন্তর্জাতিক অভিবসন করতে পারে। পাশাপাশি দেশের জব মার্কেটেও যাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। বাস্তুচ্যুত চাকুরী প্রত্যাশিতদের জনগনের জন্য একটা জব পোর্টাল তৈরি করতে হবে।

২.২.১১ কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং জীবিকা নির্বাহের উপায় সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলোকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এর জন্য পর্যাপ্ত মূল্যায়ন এবং বাজার বিশ্লেষণ করতে হবে।

২.২.১২ বৃহৎ ম্যানুফেকচারিং সেক্টরে বাস্তুচ্যুতদের নিয়োগ দিতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানদমূহকেও তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার যায়গা থেকে যাতে এইসব জলবায়ু বাস্তুতুচ্যুত মানুষদের নিয়োগ দেয় সেই ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

২.২.১৩ একজনের সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য কোন ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইচ্ছা বা আগ্রহ চাপিয়ে দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

২.২.১৪ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদে জন্য ভর্তুকি লোনের ব্যবস্থা করা এবং জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার জন্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিধি আরোপ করতে হবে।

২.২.১৫ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের জন্য সমন্বিত এবং জেন্ডার সংবেদনশীল স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২.২.১৬ সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচির আওতায় যে সকল সুযোগ সুবিধা এবং প্রনদনা বা ভাতা প্রদান করা হয় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের জন্য সেগুলো চলমান রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

২.২.১৭ বাস্তুচ্যুত মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের বিশেষ করে নারী এবং অসহায় শ্রেনীর বা সামাজিক জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রত্যাবর্তন, স্থানান্তর কিংবা পুনর্বাসনের ক্ষেতে তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে।

২.২.১৮ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত মানুষের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে যার মধ্যে তাদের ভোটার আইডি কার্ডের পুনরায় হাওলনাগাদকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতরা বাংলাদেশের নাগরিক তাই তাদের নির্বাচন করা এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করার নিশ্চয়ত প্রদান করতে হবে।

টেকসই সমাধান

টেকসই সমাধান সম্পর্কিত কিছু অধিকারের উদাহরণঃ বৈষম্যহীনতা এবং সমতা, গৃহ, ভূমি এবং সম্পত্তি অধিকার **(এইচএলপি রাইটস)ঃ** সুরক্ষার অধিকার, জোরপূর্বক উচ্ছেদ বা স্থানান্তররিত না হওয়ার অধিকার, জমির অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সম্পত্তির শান্তিপূর্ণ ভোগদখলের অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার এবং দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অধিকার, জোরপূরবক বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে এইচএলপি ক্ষতপূরণ পাওয়ার অধিকার, চলাচলের অধিকার এবং আবাসন পছন্দের অধিকার, রাজনৈতিক অংশগহনের অধিকার, তথ্যের অধিকার, পানি পাওয়ার অধিকার এবং জ্বালানী শক্তি পাওয়ার অধিকার। স্বাধীনতা সংক্রান্ত **পদ্ধতিগত অধিকারঃ** বাক-স্বাধীনতার অধিকার এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, অংশগ্রহনের অধিকার বিশেষ করে ভোটধিকার প্রয়োগের অধিকার।

লক্ষ্যঃ এইসকল অধিকারগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করা। এর প্রদান লক্ষ্য হলো সুরক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্র জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের যথাযত সম্মান এবং মর্যাদার সাথে পুনর্বাসন করতে এবং তাদের দীর্গমেয়াদি টেকসই নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে ।

কৌশলগত অবস্থান/ সাড়াদানঃ টেকসই সমাধান- প্রত্যাবর্তন, স্থানীয় একত্রিককরণ এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা যাতে দূর করা যায় সেই ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের টেকসই সমাধান বলতে বুঝায় তাদের টেকসই প্রত্যাবর্তন এবং পুনর্বাসন।

নীতিমালার প্রধান ক্ষেত্রসমূহঃ পুনর্বাসন করা, নগর উন্নয়ন (জাতীয় নগর উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৪ খসড়া) , গ্রামীণ উন্নয়ন (জাতীয় গ্রামীণ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০১), গৃহায়ন নীতিমালা (জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা, ২০০৮)।

৩. প্রধান কার্যক্রমসমূহ (টেকসই সমাধানসমূহ)

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের যথাযত সম্মান এবং মর্যাদার সাথে পুনর্বাসন করতে এবং তাদের দীর্গমেয়াদি টেকসই নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে । আইএএসসি ফ্রেমওয়ার্ক টেকসই সমাধানের আটটি উপাদান বা বিষয় চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলো ১. নিরাপত্তা ২. পর্যাপ্ত জীবনমান ৩. জীবিকা নির্বাহের অধিকার/সুযোগ ৪. গৃহ,জমি এবং সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার অধিকার ৫. ডকুমেন্টশন বা তথ্য পাওয়া ৬. পরিবার পুনরায় একত্রীকরণ ৭. জণগনের সাধারণ বিষয়াবলিতে অংশগ্রহণ ৮. কার্যক্রুরী প্রতিকার ও বিচার পাওয়ার সুযোগ ইত্যাদি। এই আটটি উপাদান একটি বাস্তুচ্যুত এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে বিষয়টা এমন না, কিন্তু এই ফ্রেকোয়ার্ক বাস্তুচ্যুতদের টেকসই সমধান ও উন্নয়নের জন্য কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। এই ফ্রেমওয়ার্ক তাদের প্রত্যাবর্তন, একত্রিত করণ, স্থানান্তরন এবং পুনর্বাসনে সহায়তা করতে পারে।

৩.১ প্রত্যাবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতরা অধিকাংশ সময়ে প্রত্যাবর্তন করতে আগ্রহী। এইটা বেশি কার্যকরি বিষেশ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আদিবাসীদের জন্য যারা তাদের নিজের ঐতিহ্য এবং এলায়ায় থাকতে চায়। যদিও উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাদের অস্থাইয়ী বাস্তুচ্যুত শ্রেনীতে ফেলা যাচ্ছে না তাদের জন্য এটি একটি সমাধান। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপককে নিচের পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে তাদের টেকসই প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হবেঃ

৩.১.১ যদি প্রত্যাবর্তন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের তাদের পূর্বের বসবাসের এলাকা প্রত্যাবর্তনের জন্য নিরাপদ উপায় হয় তাহলে সেখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও স্থায়ী সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.১.২ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদেরকে তাদের পূর্বের আবাসস্থল বা এলাকা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সেখানে নিয়ে যাওয়া ও সরজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.১.৩ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের গৃহ, ভূমি এবং সম্পত্তি (এইচপিএল) পুনর্নির্মান বা ফিরিয়ে দিতে হবে অথবা তাদের নায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৩.১.৪ গৃহ পুনর্নির্মাণ, পানি সরবরাহ, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং অন্যান্য মৌলিক সেবা প্রদানে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৩.১.৫ সরকারি-বেসকরারি অংশীদারিত্বে প্রত্যাবর্তনকারী জনগোষ্ঠির জলবায়ু সহনশীল গৃহঋণ প্রদান করতে হবে। যারা ভূমিহীন তাদের জন্য জাতীয় ভূমি নীতিমালার ভিত্তিতে ভূমির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

৩.১.৬ গৃহ নির্মাণ বা সংস্কার এবং কৃষি ও অকৃষি জীবিকা নির্বাহের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। দল ভিত্তিক জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সেখানে অবশ্যই নারী, প্রতিবন্ধী, আদিবাসি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, হত দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.১.৭ প্রত্যাবর্তনকৃত জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী, প্রতিবন্ধী, আদিবাসি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, হত দরিদ্রদের সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ এবং জব মার্কেটে সুযোগ তৈরি করতে হবে। পরিবার থেকে শ্রমিক অভিবাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.২ স্থানীয়ভাবে সমন্বিতকরণ

পরিবেশগত বিপর্যয় বা অবনতির কারণে যেমন নদী ভাঙ্গন, লবাণাক্ততা বৃদ্ধি মতো কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে বাস্তুচ্যুত মানুষদের তাদের নিজ এলাকায় বা আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হয় না তখন তাদের অন্যত্র স্থানান্তর করে পুনর্বাসন করতে হয়। ফলে এইসকল স্থায়ী বাস্তুচ্যুত মানুষের স্থানীয় সমন্বিতকরণ করতে হবে।

৩.২.১ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের অনানুষ্ঠানিকভাবে শহর এলাকায় স্থানান্তরের করতে জাতীয় নগর উন্নয়ন নীতিমালা, খসড়া ২০১৪ অনুয়াযী তাদের অবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। বস্তিগুলোর উন্নয়ন করতে হবে, বস্তির মানুষদের পুনর্বাসন করতে হবে, এবং তাদের নিরপত্তা প্রদান করতে হবে।

৩.২.২ বস্তিতে বসবাসকারিদের যথাযথ পুনর্বাসন করতে হবে। একইভাবে নিঃস্ব ও ভাসমান বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.২.৩ কমিউনিটি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে জমি ক্রয়, বিক্রয় করার জন্য যেখানে বাস্তুচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসন করা হয়েছে।

৩.২.৪ জীবিকা নির্বাহে কর্মসূচি এবং সেবার উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের একত্রিতকরণ ও স্থানান্তর সম্ভব হবে। অসহায় এবং দরিদ্র শ্রেনির অন্য চাকুরী বাজারে প্রবেশাধিকারের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

৩.২.৫ জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বা হোস্ট কমিউনিটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.২৬ স্থানীয় জনগণ এবং বাস্তুচ্যুত পুনর্বাসিতদের মধ্যে কোন ধরনের বিবাদ দেঝা দিলে স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তাদের বিবাদ নিস্পত্তি করতে হবে।

৩.৩.৭ জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের নতুন কমিউনিটিতে জনজীবনে সম্পৃক্ত করা ও খাপ খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত পদপেক্ষ গ্রহণ করতে হবে।

৩.২.৮ সকল ডকুমেন্টন হালনাগাদ করতে হবে যাতে করে মৌলিক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন ধরনের বৈষম্যের শিকার না হতে হয়।

৩.২.৯ পরিবারের একত্রীকরণে ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে শিশু, প্রতিবন্ধী , বয়স্কদের ব্যপারে সুনির্দিষ্ট বিধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৩ পুনর্বাসন

প্রত্যাবর্তন এবং স্থানীয় ভাবে একত্রিতকরণে জন্য ভালো স্থান বা জায়গা না পেলে তাদের নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন করতে হবে।নতুন ভূমি বা জায়গা খোঁজে পাওয়া/ চিহ্নিত করা, এবং গৃহ নির্মাণ সামগ্রী এইসকল বাস্তুচ্যুত মানুষের টেকসই সমাধান ও জীবন মান উন্নয়ন করতে হবে।

৩.৩.১ পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত জনগনের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এবং এ অংশগ্রহণ হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং যাতে করে ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুচ্যুতিদের মধ্যে কেউ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, অক্ষমতার কারণে বৈষম্যের শিকার হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

৩.৩.২ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বিদ্যমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সামাজিক নেটওয়ার্ক পুনর্গঠন করতে হবে, জীবিকার ব্যবস্থা উন্নতর করতে হবে, মনিটরিং মেকানিশম তৈরি করতে হবে, ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা করতে হবে।পুনর্বাসনের জন্য নির্ধারিত স্থান অবশ্যই পরিবেগতভাবে স্বাস্থ্যসম্মত এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহনশীল হয়ে হবে।

৩.৩.৩ ভবিষ্যতের পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত/ভালো এলাকা/ স্থান নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়, গ্রহায়ণ এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্ন্যন এবং সমবায় মন্ত্রণালয় এর পরামর্শে এবং তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৩.৩.৪ সরকারি ভূমি হোল্ডিং এর মূল্যায়ন করতে হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদি সম্ভাব্য পুনর্বাসনের জন্য স্থান নির্বাচন করে রাখতে হবে।

৩.৩.৫ খাসভূমি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেখানে খাস জমির সকল তথ্য যেমন খাস জমির ধরন, অবস্থান, বিতরণ অবস্থা বা পদ্ধতি, বিবাদমান জমির তালিকা, এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩.৩.৬ কমিউনিটি ভূমি ট্রাস্ট এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৩.৭ যে সকল পরিবার ভূমিহীন,গৃহহীন হয়েছে নদী ভাঙনের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং নিকটস্থ আশ্রয়ন/ আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসন করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি-এনজিও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্বল্প খরচে গৃহ নির্মাণ স্কীমের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩.৮ জীবিকা নির্বাহের সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। প্রান্তীয় জনগণ বিশেষ করে নারী, শারীবিক ভাবে অক্ষম/প্রতিবন্ধী, আদিবাসী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু , হত দরিদ্রের জন্য চাকুরির সুযোগ করে দিতে হবে।

৩.৩.৯ পুনর্বাসনের এলাকা উন্নয়নএবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। স্থানীয়, আঞ্চলিক, ও জাতীয় বেসরকারিখাতে বাস্তুচ্যুতির অভিজ্ঞতা আছে এমন লোক নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৩.৩.১০ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অবশ্যই আন্তর্জাতিক নীতিমালা বা গাইডলাইন এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। জোরপূর্বক স্থানান্তর করা যাবে না, বরং তাদের জন্য বিকল্প গৃহ ও ভূমির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তা অবশ্যই বাস্তুচ্যুত মানুষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে। যদি এই স্থানান্তর /পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে এতা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ভালো অভিযোজন কৌশল হিসেবে কাজ করবে।

৩.৩.১১ পুনর্বাসনের জন্য স্থান নির্বাচনের জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী যথাযথ পরিকপকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং তহবিল/অর্থায়ন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো সকারের জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে ইতোমধ্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এজেন্সির মাধ্যমে। সুতরাং কৌশলটির যথাযথ প্রয়োগের করতে হলে প্রাতিষ্ঠানগুলোর সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পৃক্ত থাকতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৪.১ জাতীয় দুর্যোগ কাউন্সিল, আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি এর মিটিং আলোচনায় বিষয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪.২ সরকারি, বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী, কারিগরী দক্ষ, পলিসি মেকার/নীতি নির্ধারকদের নিয়ে একটি মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্লার্টফর্ম গঠন করতে হবে যাতে করে এই নীতিমালা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

৪.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং স্টান্ডিং অর্ডার অব ডিজাস্টার (এসওডি) এর সংশোধন করে জাতীয় বাস্তুচ্যুতি টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে যা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির জন্য সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী বডি/অঙ্গ হিসেবে কাজ করবে। টাস্কফোর্স এই নীতিমালার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে, সরকারি মন্ত্রণালয় এবং এর বিভাগসমূহকে নিয়মিত ফলোআপ করবে এবং এটি বাস্তবাস্তবায়নের জন্য সুপারিশলা প্রণয়ন করবে।

৪.৪ একটি কারিগরী উপদেষ্ঠা পরিষদ / টেকনিকাল এডভাসরি কমিটি গঠন করতে হবে যেখানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগকে কার্যক্রী কারিগরী সমাধান এর এর পরামর্শ প্রদান করবেন।

৪.৫ বাস্তুচ্যুত সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের গঠনের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং তা হবে আন্তমন্ত্রণালয় এবং আন্তএজেন্সি ভিত্তিক। এর সাথে সম্পর্কিত সকল মন্ত্রণালয় যেমনঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রবসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা এবং শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পানি সম্পিদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুত, জ্বালানী এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন এবং সেতু মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, এবং সম্পৃক্ত অন্যান্য সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগ এবং এজন্সির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সচিব টাস্কফোর্স এর চেয়ার হবে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ টাস্কফোর্সের সদদ্য হবেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের মহাপরিচালক এই টাস্কফোর্স এর সদস্য সচিব হবেন।

৪.৬ স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান যেমন জেলা উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদ এবং উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদ এর আলোচনায় বাস্তুচ্যুতির বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় যে কোন ধরনের বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে তাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান, পরিসংখ্যান/ উপাত্ত সং রক্ষণ এবং মনিটর করতে হবে।

৪.৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে যাতে অন্যান্য যাতে তারা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ন এবং এজেন্সির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজটি বাস্তুচ্যুতি সম্পর্কিত কর্মসূচি সম্পন্ন করতে পারে।

৪.৮ বাস্তুচ্যুতি টাস্ট ফান্ড গঠন করতে হবে এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য এবং জাতীয় বাজেট থেকে এর জন্য জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। এটা বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন টাস্ট ফান্ড থেকেও তহবিল নিতে পারবে।

৪.৯ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনুদান বা সাহয্য যেমন লস এন্ড ডেম্যাজ, অভিযোগন ফান্ড, গ্রীণ কাইমেট ফান্ড-এর মতো আরো অন্যান্য অর্থায়ন, অনুদান তহবিলের সন্ধান করতে হবে।

৫. পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন / মনিটরিং এবং ইভালিউশন

৫.১ নীতিমালাটি যথাযথভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়নের জন্য একটি ওভারসাইট মনিটরিং পদ্ধতি বা মেকানিজম (ফলোআপ পদ্ধতি) গঠন করতে হবে। এটা প্রতিষ্ঠা করবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং এবং ইভালিউশন ইউনিট/ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট।

৫.১.১ এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে অবশ্যই এই নীতিমালার সাথে সম্পর্কিত সিএসও/ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।এর মাধ্যমে এই পদ্ধতি আরো স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।

৫.২ এই ওভার সাইট মেকানিজম (ফলোআপ পদ্ধতি)-এ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন মাট্রিক্স তৈরি করতে হবে। যেখানে নীতিমালা সঠিকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশক থাকবে।

৫.৩ একটি বার্ষিক পরিবেদন দাখিল করতে হবে যেখানে অগ্রগতি, বাস্তবায়ন বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর বাঁধাসমূহ/ প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ থাকবে।পাশাপাশি অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং সুপারিশমালা থাকতে হবে।